হে মহাজীবন

আমাদের লহ গো প্রণাম

সঙ্ঘ পরিচালিত ব্রহ্মচারীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভাষণরত পূজ্য স্বামীজী

সঙ্ঘের চেন্নাই শাখায় সঙ্ঘ পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে পূজ্য স্বামীজী

শ্রীমৎ স্বামীজী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন জল ও জলসম্পদ বিভাগীয় মন্ত্রী
শ্রীমতী বিজয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনারত

সেবাশ্রম সঙ্ঘ
বিতরণ কেন্দ্র-
খাতড়া

সঙ্ঘের খাতড়া শাখায় পাঠ্যপুস্তক বিতরণে পূজ্য স্বামীজী

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনাখালীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধনে পূজ্য স্বামীজী

সঙ্ঘের বারাণসী কেন্দ্রে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধনে পূজ্য স্বামীজী

পরম পূজ্য সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী ত্রিদিবানন্দজী মহারাজ স্মরণে

স্বামী অরুণানন্দ (যুগ্ম-সম্পাদক)

সঙ্ঘের বর্ণময় স্বর্ণচূড়া হইতে আরও একটি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড খসিয়া পড়িল। সঙ্ঘের ষষ্ঠ সভাপতি পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ত্রিদিবানন্দজী মহারাজ গত ১০ই অক্টোবর, ২০১২ সন্ধ্যা ৫-৪৫ মিনিটে দেহত্যাগ করিয়া চির-আকাঙ্ক্ষিত শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে বিলীন হইয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৯৫ বৎসর। ইং ২০০৫ সালে জানুয়ারিতে সঙ্ঘের পঞ্চম সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অক্ষয়ানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগের পর শ্রীমৎ স্বামীজী সঙ্ঘের ষষ্ঠ সভাপতির গৌরবময় পদ অলঙ্কৃত করেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সঙ্ঘকে পরিচালনা করেন।

সঙ্ঘনেতা ভগবান আচার্যদেব জীবোদ্ধারকল্পে জগতে আবির্ভূত হইয়া কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ পূর্বক এই "ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ" সৃষ্টি করেন। প্রায় ৮০ জন উচ্চকোটি তরুণ মহাসাধক তাঁহার তপঃশক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া তাঁহার এই জগৎ কল্যাণব্রতে আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস দান পূর্বক তিনি এই মহাসঙ্ঘ গড়িয়া তোলেন। সঙ্ঘরূপ বিরাট হর্ম্যের তাঁহারাই স্তম্ভস্বরূপ। তন্মধ্যে যে মাত্র দুইজন জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন এই শ্রীমৎ স্বামীজী শ্রীগুরুচরণে বিলীন হইলেন। অবশিষ্ট মাত্র একজন — শ্রীমৎ স্বামী রামানন্দজী মহারাজ বর্তমান আছেন।

সঙ্ঘের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ সাধারণতঃ পূর্বাশ্রমের কথা বলিতে চাহেন না। সেজন্য তাঁহাদের পূর্ব পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে অনুসন্ধান করিয়া যেটুকু জানা গিয়াছে, তাহা এই —

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামীজীর পূর্বাশ্রম ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার শ্রীখণ্ডা গ্রামে। তাঁহার পূর্ব নাম ছিল — শ্রীনিরঞ্জন। তিনি গড়িয়া বরদাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করিতেন। সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীললিত মোহন সরকার মহাশয় ছিলেন ভগবান আচার্যদেবের আশীর্বাদপ্রাপ্ত দীক্ষিত সন্তান। তিনি ইং ১৯৩২ সালের ⺀শিবরাত্রির পুণ্য দিনে তাঁহার বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে লইয়া কলিকাতা বালিগঞ্জ আশ্রমে আসেন এবং তাহাদিগকে শ্রীমৎ আচার্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। শ্রীমৎ স্বামীজী

ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। প্রথম দর্শনের দিনেই ভূত-ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ভগবান আচার্যদেব তাঁহাকে বলেন — **"তুমি তো আমার চিহ্নিত সন্তান, তোমার সহিত আমার বহুদিনের সম্বন্ধ।"** তখনই তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন।

তারপর ইং ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কোন এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং কয়েকজন অপরিচিত সাধুর সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে এক রাত্রিতে সঙ্ঘের গয়া সেবাশ্রমে উপস্থিত হন। পরদিন ভোরে মন্দিরে গিয়া দেখেন — এ যে তাঁহারই প্রাণদেবতার আশ্রম। তখন সেখানেই থাকিয়া যান। সেই সময় গয়া সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন — সঙ্ঘের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক সন্ন্যাসী — স্বল্পভাষী, সংযমের প্রতিমূর্তি, দেবোপমচরিত্র পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজ। তাঁহারই পূত সান্নিধ্যে থাকিয়া সেবক নিরঞ্জন কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করিতে থকেন। এইভাবে দশ মাস থাকিবার পর ইং ১৯৩৬ সালের মহালয়ার সময় ভগবান আচার্যদেব গয়া সেবাশ্রমে আসেন। তাঁহার সহিত দেখা হইবা মাত্রই তিনি সন্তানকে চিনিতে পারিয়া বলেন — "তুমি এখানে কতদিন আছ?" উত্তরে সেবক বলেন — আমি এখানে প্রায় দশ মাস যাবৎ আছি। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সঙ্ঘের কাজ প্রাণপণে করিতে উৎসাহ দেন।

গয়াধামে মহালয়ার সেবাকার্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৎ আচার্যদেব ১লা কার্তিক সদলবলে কাশীধামে রওনা হইবার সময় কৃপা করিয়া সেবক নিরঞ্জনকেও সঙ্গে লইয়া যান। তখন ৺কাশীধামে সঙ্ঘের নিজস্ব আশ্রম স্থাপিত হয় নাই। ইং ১৯৩৬ সালে ৺কাশীধামে দেউরিয়া বীরভবনের বিরাট ভাড়া বাড়ীতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ৬ই কার্তিক শুভ ৺মহাষ্টমীর পুণ্যদিনে ভগবান আচার্যদেব সেবক নিরঞ্জনের অন্তরের আকুলতা-ব্যাকুলতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কৃপাপূর্বক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য সংস্কার (গৈরিক সংস্কার) স্ব-হস্তে প্রদান করেন। তৎপরে তাঁহাকে প্রচার পার্টিতে প্রেরণ করেন। পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী চিদ্রূপানন্দজী মহারাজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রবীণ সন্ন্যাসীদের প্রচার পার্টিতে থাকিয়া ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন।

ইং ১৯৩৮ সালের পুণ্যময়ী ৺মাঘী পূর্ণিমার শুভ দিনে বাজিতপুর সিদ্ধপীঠে ভগবান আচার্যদেব অন্যান্য সন্তানদের সহিত ব্রহ্মচারী নিরঞ্জনকেও স্ব-হস্তে সন্ন্যাস দান করেন। তখন তাঁহার নাম হয় — "স্বামী ত্রিদিবানন্দ"। তৎপরে শ্রীমৎ আচার্যদেবের নির্দেশে প্রচার পার্টিতে ও অন্যান্য স্থানে তিনি সঙ্ঘের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যে নিয়োজিত থাকেন।

এই সময় একবার তিনি খুবই অসুস্থ হইয়া পড়েন। কিন্তু ভগবান আচার্যদেবের একটিমাত্র শ্রীহস্ত-স্পর্শে মুহূর্তে সেই রোগ নিরাময় হইয়া যায়। এই বিষয়ে তাঁহার স্ব-মুখের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল—

"এক সময় আমি তখন শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দজীর পার্টিতে চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাটে আছি। কোন উৎসব উপলক্ষ্যে ভোগপাক করিতেছি। রান্না করিতে প্রায় ১-১½ টা বাজিয়া গিয়াছে। তারপরই অতিরিক্ত গরমে পুকুরে নামিয়া খুব করিয়া স্নান করিলাম। স্নানের পরই বুকে ও পীঠে হঠাৎ খুব বেদনা অনুভব করিলাম। এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও কষ্ট হইতেছিল। কয়েকদিন শয্যায় শুইয়া থাকিবার পর শ্রীমৎ স্বামীজী আমাকে কলিকাতা আশ্রমে লইয়া আসিলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর ৺দোল পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষ্যে আশাশুনি আশ্রমে গিয়াছেন।

কলিকাতায় স্বামীজীরা আমাকে অনেক ডাক্তার দেখাইলেন। সকলেই বলিলেন — ইহার প্লুরিসি হইয়াছে, হাসপাতালে ভর্তি করিতে হইবে। আমি তখন স্বামীজীদিগকে কাতরভাবে বলিলাম — আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে লইয়া চলুন। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামীজী আমাকে আশাশুনি আশ্রমে লইয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা সেখানে পৌঁছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন কাণ্ডারী নৌকায় ছিলেন। তখন শ্রীমৎ স্বামীজী সেখানে নৌকার ভিতরে গিয়া দেখেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তখনও পর্যন্ত আমাদের জন্য বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমার অসুখের কথা বলিতে তিনি আমাকে ভিতরে লইয়া যাইতে বলিলেন।

আমি ভিতরে গিয়া প্রণাম করিতেই আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন — "কি হইছে রে?" আমি বলিলাম — আমার বুকে, পিঠে খুব বেদনা, শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। তিনি বলিলেন—"কই, দেখাদেখি।" আমি তখন জামা খুলিয়া হাত দিয়া দেখাইতেই তিনি আমার বুকে ও পীঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"ও কিছু না, সব সেরে যাবে। ডাক্তাররা কি জানে? তুই এই কয়দিন সবসময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বি। ও সব সেরে যাবে।"

তাঁহার এই আশীর্বাদে আমি খুবই আশ্বস্ত হইলাম। কয়েকদিন একটু কষ্ট হইলেও আমি সব সময় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। যাহা করিতে বলিতেন, তাহাই করিতাম এবং যাহা খাইতে দিতেন তাহাই খাইতাম। এইভাবে কয়েকদিন থাকিয়া উৎসবান্তে কলিকাতায় আসিয়া পূজনীয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দজী মহারাজের পার্টিতে মাদ্রাজে রওনা হইয়া গেলাম। আশ্চর্যের বিষয় — সেইদিন হইতে আমার সমস্ত ব্যথা-বেদনা কোথায় চলিয়া গেল; আমি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপায় ও আশীর্বাদে আমি এইভাবে বিনা

ঔষধেই সেই রোগ হইতে মুক্ত হইলাম। কি তাঁহার অলৌকিক কৃপা ও আশীর্বাদ!"

এই কথা শ্রীমৎ স্বামীজী আমাকে নিজ মুখে বলিয়াছিলেন। তখন হইতে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল যে, — তাঁহার কোন ব্যাধি হইতে পারে না। কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুর স্ব-হস্তে তাঁহার বুকে-পিঠে হাত বুলাইয়া বলিয়াছেন—"ওসব কিছু না, সব সেরে যাবে।" এরপর হইতে যখনই তাঁহার কোন অসুখ হইয়াছে, তখনই তিনি হাসিয়া বলিয়াছেন—আমার কোন অসুখ হইতে পারে না — ইহা স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ। এই গভীর বিশ্বাসই তিনি আজীবন পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

ভগবান আচার্যদেবের দেহরক্ষার বেশ কিছুদিন পর ইং ১৯৪৯ সালে বাঁকুড়ায় একটি ভাড়া বাড়িতে যখন আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সঙ্ঘ-কর্তৃপক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অরূপানন্দজী মহারাজকে অধ্যক্ষ রূপে বাঁকুড়ায় প্রেরণ করেন। তখন তাঁহার সহকারীরূপে শ্রীমৎ স্বামী ত্রিদিবানন্দজী মহারাজও প্রেরিত হন। তারপর ইং ১৯৫১-৫২ সালে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী অরূপানন্দজী মহারাজের প্রচেষ্টায় বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত রানীবাঁধ থানায় সঙ্ঘের একটি শাখা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তখন শ্রীমৎ স্বামী ত্রিদিবানন্দজী মহারাজ অধ্যক্ষরূপে সেখানে প্রেরিত হন। সে-সময় রানীবাঁধ অঞ্চলে ভাল রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ প্রভৃতি কোন কিছু ছিল না। সুন্দর পাহাড়ে ঘেরা জঙ্গলের মধ্যে সেই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে শ্রীমৎ স্বামীজী অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার পূর্বক সঙ্ঘের নির্দেশে নীরবে কাজ করিতে থাকেন। সেখানে তিনি প্রায় ৫০ বৎসর বহু কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে সুদক্ষরূপে আশ্রম পরিচালনা করেন। তাঁহার আন্তরিক সেবায় অভিভূত হইয়া ওই অঞ্চলের সমস্ত আদিবাসিগণ তাঁহাকে দেবতাতুল্য ভক্তি করিত ও প্রাণ দিয়া ভালবাসিত।

সম্ভবতঃ ১৯৯৬ সালে শ্রীমৎ স্বামীজী সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদকরূপে কলিকাতা আশ্রমে আসেন। তৎপরে ইং ২০০০ সালে সঙ্ঘের সহ-সভাপতি এবং ইং ২০০৫ সালে সঙ্ঘের সভাপতির পদে আসীন হন। প্রায় ৮ বৎসর যাবৎ এই গৌরবময় পদে আসীন হইয়া সঙ্ঘকে সুদক্ষরূপে পরিচালনা করেন।

আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা করি — যেভাবে পূজ্যপাদ স্বামীজিগণ এই মহাসঙ্ঘের এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণে বিলীন হইয়াছেন, আমরাও যেন তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ বিরাট সঙ্ঘের তথা শ্রীশ্রীপ্রণারাম ঠাকুরের শ্রীচরণে সেবা করিতে করিতে তাঁহার অভয় শ্রীচরণে বিলীন হইতে পারি।

পূজ্য শ্রীমৎ স্বামীজীর শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই।

জোকার সঙ্ঘ নির্মিত হাসপাতালের উদ্বোধনে পূজ্য স্বামীজী

জোকার সঙ্ঘ নির্মিত হাসপাতালের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পূজ্য স্বামীজী

দুর্গাপুর শাখায় 'আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ'-এর জীবনীর উপর প্রদর্শনী উদ্বোধনে পূজ্য স্বামীজী

সঙ্ঘের বাঁকুড়া শাখায় পূজ্য স্বামীজী

বালিগঞ্জ প্রধান কার্যালয়ে 'প্রণবানন্দ সেবা নিকেতন' পরিদর্শনে পূজ্য স্বামীজী

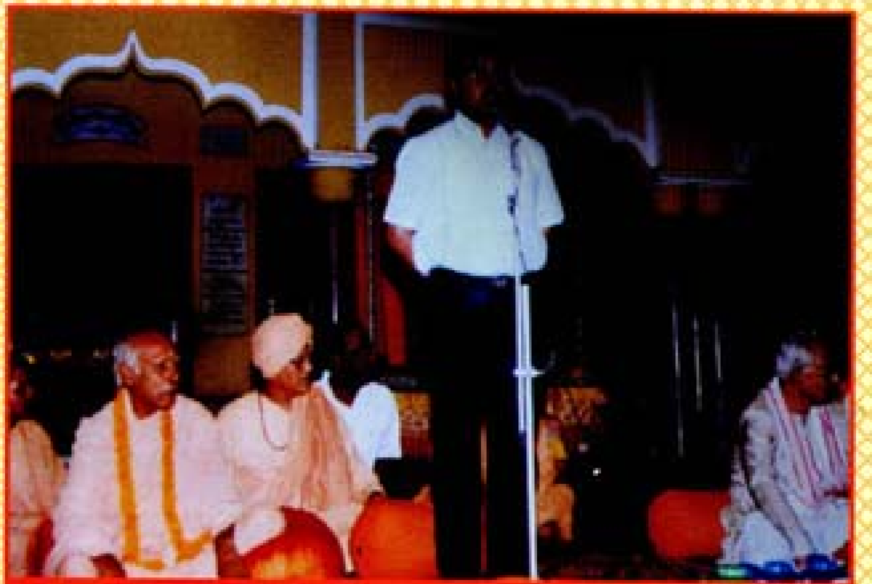

সঙ্ঘের সিউড়ী শাখার ধর্ম-সম্মেলনে শ্রীমৎ স্বামীজী

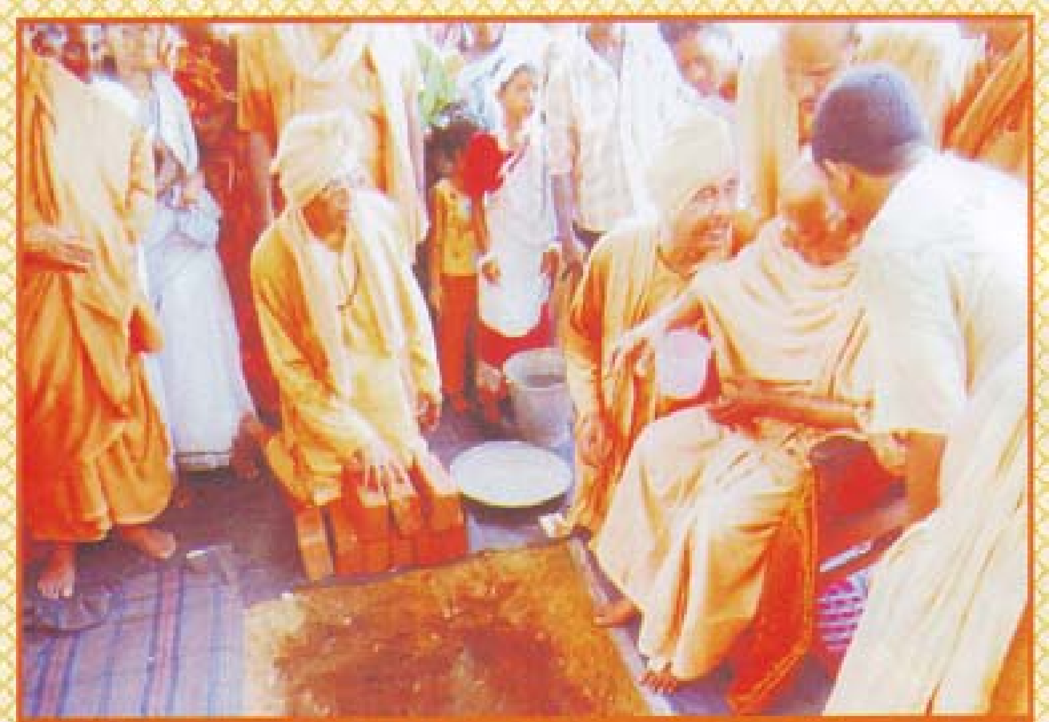

রাণীবাঁধ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের শিলান্যাস করছেন পূজ্য স্বামীজী

রানীবাঁধ আশ্রমে মন্দির উদ্বোধনে পূজ্য স্বামীজী